থেকে খাজনা বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সর্দার প্যাটেল বারদোলি তালুককে তিনটি শিবিরে ভাগ করে পারিখ, ভ্যাস, পাণ্ডিয়া প্রমুখ নেতাদের অধ্যক্ষগুলির আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব দেন। সুশৃঙ্খলভাবে অহিংস পথে পরিচালিত এই আন্দোলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সময় সাইমন কমিশনের ভারতে আসার কথা। জাতীয় কংগ্রেস সারা ভারতব্যাপী সাইমন কমিশন বয়কটের কথা ঘোষণা করে। জাতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বারদোলি কৃষক আন্দোলনের প্রতি ব্রিটিশ সরকার নরম অবস্থান গ্রহণ করে। সর্দার প্যাটেলের সাথে তারা যোগাযোগ করে। তাঁর দাবি মতো কৃষকদের খাজনা অনেকটা কমানো হয়। বন্দী সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বারদোলির কৃষক-সত্যাগ্রহ শুধু দেশের কৃষক আন্দোলনকেই নয়, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকেও শক্তিশালী করেছিল।

তেভাগা আন্দোলন (Tebhaga Movement) : ভারতের স্বাধীনতা লাভের ঠিক আগে ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার কৃষকদের সবচেয়ে বড় আন্দোলন হলো তেভাগা আন্দোলন। সেই সময় বড় বড় জমির মালিক ছিল জোতদাররা। তারা নিজেরা তাদের সমস্ত জমি চাষ করে উঠতে পারতো না। তারা ভূমিহীন বা খুব অল্প জমির মালিক কৃষকদের দিয়ে জমি চাষ করাতো। এদের বলা হতো ভাগচাষী বা বর্গাদার। বর্গা জমিতে তাদের কোনোরকম অধিকার ছিল না। জোতদারদের সাথে কোনো লিখিত চুক্তিও থাকতো না। জোতদাররা ইচ্ছে করলেই বর্গাদার পাল্টাতে পারতো। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক অংশ বর্গাদার বা ভাগচাষীদের জোতদার বা জমির মালিকদের দিতে হতো। ১৯৪৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্বে বর্গাদাররা আন্দোলন শুরু করে। বর্গাদাররা ছিল সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত কৃষক। জোতদারদের থেকে সামান্য যেটুকু পেত তা নিয়ে তাদের সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়তো। অবিভক্ত বাংলার প্রায় ৬০ লাখ ভাগচাষী ধর্ম-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে চরমপন্থী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের দাবী ছিল তাদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক নয়, তিন ভাগের এক ভাগ তারা জমির মালিককে দেবে। ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ তাদের কাছে থাকবে। এটাই তেভাগা নামের উৎস। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলো। আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল অবিভক্ত বাংলা জুড়ে। উত্তর বাংলার দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, অধুনা বাংলাদেশের রংপুর, পাবনা, যশোর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ভাগচাষী-বর্গাদারদের স্লোগান ছিল—'আধি নয়, তেভাগা চাই'। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ -এর ২২শে জানুয়ারি 'বেঙ্গল বর্গাদারস্ টেম্পোরারি রেগুলেশন বিল' চালু হয়। বাস্তবে, বৈপ্লবিক ভাগচাষী আন্দোলনের জোয়ারকে স্তিমিত করার উদ্দেশ্যে এই বিল পাশ হলেও তাতে এই আন্দোলনের দাবিগুলিকেই স্বীকার করা হয়। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এই আন্দোলন বিশ্লেষণ করে মত প্রকাশ করেছেন যে এর ফলে ভূমির মালিকানা ও রাজস্ব সংক্রান্ত কর্তৃত্বগুলি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল।

তেলেঙ্গানা আন্দোলন (Telengana Movement) : ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে ব্রিটিশ সরকারের অধীন থাকলেও হায়দ্রাবাদ শাসন করতো নিজাম। হায়দ্রাবাদ তিনটি ভাষাভিত্তিক অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল—তেলেঙ্গানা অঞ্চলের অধিবাসীরা তেলেগু ভাষায় কথা বলতো, মারাঠওয়ার অঞ্চলে ছিল মারাঠীভাষী মানুষদের বসবাস আর একটা ছোট অঞ্চল ছিল সেখানকার অধিবাসীরা কানাড়া ভাষায় কথা বলতো। এই অঞ্চলগুলির জমির মালিকানার ধরণ ছিল চরম শোষণমূলক। অধিকাংশ উর্বর জমির মালিকানা ছিল সরাসরি নিজাম কিংবা তাদের ঠিক করা জায়গীরদারদের হাতে। যারা প্রকৃত জমি চাষ করতো সেই গরীব কৃষকদের চাষের জমিতে কোনো রকম আইনী অধিকার ছিল না। জমির মালিকরা যখন তখন তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতো। এই অঞ্চলে চরম শোষণমূলক 'ভেত্তি' (Vetti) ব্যবস্থা চালু ছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে 'নীচু' জাতভুক্ত কৃষকদের বাধ্যতামূলকভাবে জমিদাররা মর্জিমাফিক বিভিন্ন ধরনের কাজ করাতে পারতো। এই পরিবারগুলি প্রতিদিন জমিদারবাড়িতে কোনো একজনকে পাঠাতে বাধ্য থাকতো এইসব কাজ করতে।

১৯৩৪ সালে অন্ধ্র মহাসভা নামের একটি সংগঠন বিভিন্ন ধরনের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরীব কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করে। তারা 'ভেত্তি' প্রথার অবসান দাবি করে, জমি-রাজস্ব হ্রাস করা, প্রয়োজনে মকুব করার দাবি করে। ১৯৪২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর অন্ধ্রমহাসভার আন্দোলনে দ্রুত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা সংঘম্ (village-level committee) গঠন করে দ্রুততা এবং সাফল্যের সঙ্গে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুর, দরিদ্র প্রজা ইত্যাদিকে সংগঠিত করতে শুরু করে।

১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই জমিদারদের হিংসা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিরাট মিছিল বার করে। মিছিল জমিদার বাড়ির কাছে পৌঁছতেই জমিদার আশ্রিত গুণ্ডারা মিছিল লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিতে দোদ্দি কোমরাইয়া (Doddi Komarayya) নামে এক সংঘম্ নেতার মৃত্যু হয়। আশপাশের গ্রামগুলিতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা জমিদার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। কোমারাইয়ার মৃত্যু তেলেঙ্গানার কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা